Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের ফযিলত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: রীমা আক্তার

রোলঃ 23100121185

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

জিহাদের ফযিলত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: রীমা আক্তার

রোলঃ 23100121185

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " জিহাদের ফযিলত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: রীমা আক্তার, আইডিঃ 23100121185 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " জিহাদের ফযিলত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রীমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোসা: রীমা আক্তার

আইডিঃ 23100121185

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 5
জিহাদের ধারণা ও সংজ্ঞা 7
জিহাদের বৈধতার প্রমাণ 8
জিহাদের প্রকারভেদ 12
কুরআনে জিহাদ 17
হাদীসে জিহাদ 19
সাহাবায়ে কেরামের জীবনে জিহাদ 24
জিহাদের ফযিলত 28
জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 31
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 35
বর্তমান বিশ্বে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা 39
জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও সংশোধন 43
সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা 48
জিহাদের হুকুম 53
জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি 57
উপসংহার 62
তথ্যসূত্র 63

ভুমিকা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা,

যা মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

এই জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ধারণা হলো "জিহাদ"।

বর্তমান বিশ্বে "জিহাদ" শব্দটি অত্যন্ত আলোচিত এবং একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে ভুল ব্যাখ্যাকৃত একটি বিষয়।

অনেক ক্ষেত্রে জিহাদকে শুধুমাত্র যুদ্ধ বা সহিংসতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়,

যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলতে বোঝায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো—

তা নিজের নফসের বিরুদ্ধে হোক,

জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে হোক,

অথবা সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হোক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৬৯)

অর্থঃ "আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।"

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে,

জিহাদ শুধুমাত্র যুদ্ধ নয়,

বরং এটি আল্লাহর পথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার একটি সামগ্রিক ধারণা।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

(সূরা আল-হজ্জ ২২:৭৮)

অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনভাবে জিহাদ করা উচিত।"

এই নির্দেশনা মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে
ন্যায়, সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর প্রতি আহ্বান জানায়।
হাদীসেও জিহাদের ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেনঃ

"المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله"

(তিরমিযী)

অর্থঃ "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।"
এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে,
আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে,বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বে,
কিছু গোষ্ঠী জিহাদের ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে।
তারা এটিকে কেবলমাত্র সশস্ত্র সংঘর্ষ বা সহিংসতার সাথে যুক্ত করেছে।
ইসলাম নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ,
অন্যায় হত্যা এবং সন্ত্রাসকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ
অর্থঃ "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে—কোনো প্রাণের বিনিময় ছাড়া বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া—সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"
এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে,
ইসলাম মানবজীবনের পবিত্রতা ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে।
ফলে জিহাদের নামে সহিংসতা বা সন্ত্রাস চালানো
ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত।
বর্তমান বিশ্বে জিহাদের সঠিক ধারণা উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,
কারণ এই ধারণার অপব্যাখ্যা মুসলিম সমাজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে
এবং বৈশ্বিক অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।
তাই জিহাদের প্রকৃত অর্থ,
এর ফযিলত, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা
সময়ের দাবি।

জিহাদের ধারণা ও সংজ্ঞা

জিহাদ শব্দটির একটি সাধারণ অর্থ ও একটি পারিভাষিক অর্থ রয়েছে। জিহাদের সাধারণ অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের শিক্ষা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের কালিমা বুলন্দ করার জন্য যে ত্যাগ,তিতিক্ষা কষ্ট সহ্য করা হয় তাই জিহাদ। তা যে কোনো পথেই হোক বা যে কোনো পন্থাই হোক না কেন। কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা, তার অর্থ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা,ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করা,মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা ও কাফের মুশরিকদের ক্ষমতা ও কতৃত্বকে চুর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা।

ইসলামী পরিভাষায় – আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তার হিদায়াতের পথে চলতে গিয়ে পাহাড়সম বাধা অতিক্রম করার জন্য নিজেকে অবিচল রাখা এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ অন্যের নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের জান, মাল ও জবান দিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই হলো জিহাদ। এটি কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, বরং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জ্ঞান অর্জন এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আভিধানিক অর্থ: 'জাহাদা' (جاهد) ধাতু থেকে আগত, যার অর্থ কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট বা সাধনা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য ও সমাজের অন্যায়-অবিচার দূর করতে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

জিহাদ শাব্দিক অর্থে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদিকে জিহাদ বলা হলেও ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে।তাহলে এখন কুরআন এবং সহিহ হাদিসের আলোকে জানার চেষ্ট করব যে, সে অর্থটি কি? হাদিসে ইরশাদ হয়েছেঃ আমর ইবনে আবাসা রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন,একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি?

রাসূল সাঃ ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যখন তাদের সাথে যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূল সাঃ ইরশাদ করলেন,ঐ ব্যক্তির জিহাদ সর্বোত্তম যার ঘোড়া যুদ্ধের ময়দানে নিহত হয়েছে।এবং সে নিজেও বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদত বরণ করে।(মুসনাদে আহমদ ১৭০২৭,ত্বাবরানী। তার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)এখানে রাসূল সাঃ কে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে উল্লেখ করেন। জিহাদ, যার অর্থ সংগ্রাম; কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে বোঝানো হয়। কুরআনে জিহাদের কথা ৪১ বার উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে "আল্লাহের পথে সংগ্রাম করা অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

জিহাদের বৈধতার প্রমাণ

জিহাদ ইসলামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এটি এমন কোনো বিষয় নয় যা কেবল ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল; বরং কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটি শরয়ী বিধান। ইসলামের শত্রুরা অথবা কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি কখনো কখনো দাবি করে যে, জিহাদ ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অংশ নয় অথবা এটি কেবল আত্মরক্ষামূলক কিছু যুদ্ধের নাম। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, জিহাদ ইসলামের একটি স্থায়ী বিধান, যার নিজস্ব উদ্দেশ্য, শর্ত, নীতিমালা ও সীমারেখা রয়েছে।

জিহাদের বৈধতা চারটি মৌলিক শরয়ী উৎস দ্বারা প্রমাণিত:

১. কুরআনুল কারীম

২. সুন্নাহ বা হাদীস

৩. ইজমা (উম্মতের ঐকমত্য)

৪. কিয়াস(আকলী ও বাস্তবিক প্রমাণ)

প্রথমত: কুরআনুল কারীম দ্বারা জিহাদের বৈধতা:

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে জিহাদের নির্দেশ, গুরুত্ব, ফযিলত এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে।

১. যুদ্ধ ফরজ হওয়ার ঘোষণা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।" — (সূরা আল-বাকারা: ২১৬)

এই আয়াত জিহাদের বৈধতার অন্যতম সুস্পষ্ট দলীল। "কুতিবা" শব্দটি ফরজ হওয়া বোঝায়।

২. আল্লাহর পথে সংগ্রামের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"তোমরা আল্লাহর জন্য যথার্থভাবে জিহাদ কর।" — (সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮)

এ আয়াতে সরাসরি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. জান ও মাল দ্বারা জিহাদের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"তোমরা বের হও হালকা কিংবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ কর।" — (সূরা আত-তাওবা: ৪১)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে জিহাদ শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত এবং আল্লাহর নির্দেশিত ইবাদত।

৪. জিহাদকারীদের প্রশংসা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আল্লাহ জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা লোকদের ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" — (সূরা আন-নিসা: ৯৫)

যে কাজ বৈধ নয়, তার প্রশংসা আল্লাহ তাআলা কখনো করেন না। অতএব এ আয়াত জিহাদের বৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয়ত: সুন্নাহ দ্বারা জিহাদের বৈধতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসংখ্য হাদীস জিহাদের বৈধতা ও গুরুত্ব প্রমাণ করে।

জিহাদ ইসলামের শ্রেষ্ঠ আমলসমূহের একটি

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন:

"কোন আমল সর্বোত্তম?"

তিনি বললেন:

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান।"

জিজ্ঞাসা করা হলো:

"এরপর কোনটি?"

তিনি বললেন:

"আল্লাহর পথে জিহাদ।"

— (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"নিশ্চয় জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।"

— (সহীহ বুখারী)

এ হাদীস জিহাদের বৈধতা ও মর্যাদা প্রমাণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমল

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুকসহ বহু গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন।

যদি জিহাদ বৈধ না হতো, তবে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে তা পালন করতেন না।

ইজমা দ্বারা জিহাদের বৈধতা

উম্মতের সকল যুগের আলিমগণ জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে একমত।

ইমাম ইবনু হাযম (রহ.) বলেন:

"উম্মতের মধ্যে এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, জিহাদ একটি সত্য ও বৈধ বিধান।"
ইমাম নববী (রহ.) বলেন:
"মুসলিমগণ একমত যে জিহাদ ফরজে কিফায়াহ।"
(সহীহ মুসলিম)
সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন এবং চার মাযহাবের ইমামগণ সবাই জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল
জিহাদের বৈধতার অন্যতম বড় প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের বাস্তব জীবন।
বদরের যুদ্ধ
হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় যুদ্ধ।
উহুদের যুদ্ধ
হিজরতের তৃতীয় বছরে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অংশগ্রহণ করেন।
খন্দকের যুদ্ধ
হিজরতের পঞ্চম বছরে মদীনাকে রক্ষার জন্য মুসলমানরা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করেন।
এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে জিহাদ বাস্তব ও বৈধ শরয়ী বিধান।

আকলী (যুক্তিগত) প্রমাণ-
মানবসমাজে সবসময় ন্যায় ও অন্যায়ের সংঘাত বিদ্যমান।
যদি অত্যাচারী, দখলদার ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের প্রতিরোধের কোনো বৈধ ব্যবস্থা না থাকে, তবে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ
"আল্লাহ যদি কিছু মানুষকে অন্য কিছু মানুষের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।" — (সূরা আল-বাকারা: ২৫১)
এ আয়াত প্রমাণ করে যে অন্যায় প্রতিরোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম মানবসমাজের অপরিহার্য প্রয়োজন।

জিহাদের বৈধতা অস্বীকার:

যেহেতু জিহাদের বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তাই এর মূল বৈধতাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত জিহাদের মূল বিধানকে অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলামের একটি প্রতিষ্ঠিত বিধানকে অস্বীকার করবে।

তবে জিহাদের প্রয়োগ, শর্ত, পদ্ধতি বা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ হতে পারে কিন্তু এর মৌলিক বৈধতার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

জিহাদের বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ইজমা এবং যুক্তিগত প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে জিহাদের নির্দেশ এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম তা বাস্তবায়ন করেছেন এবং উম্মতের আলিমগণ এর বৈধতার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব জিহাদ ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য বিধান। জিহাদের উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, মজলুমদের সাহায্য এবং দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।

জিহাদের প্রকারভেদ

ইসলামে “জিহাদ” বলতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনাকে বুঝায়। জিহাদ কেবল যুদ্ধের নাম নয়; বরং মানুষের আত্মশুদ্ধি, সত্য প্রচার, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং দ্বীনের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা—সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।
 কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ হলো মানুষের নিজের কুপ্রবৃত্তি, গুনাহের প্রবণতা, অলসতা, কামনা-বাসনা ও অবাধ ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এটি জিহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী রূপ। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু অনেক সময় তার নিজের নফস।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
“আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়।”
— সূরা আন-নাযিআত: ৪০-৪১

নফসের জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হলো—
ফরয ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করা,
হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা,
ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন করা,
রাগ, হিংসা, অহংকার ও লোভ দমন করা,
আল্লাহর আদেশ পালনে নিজের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
“প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।”
— তিরমিযী
নফসের সাথে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে।
(১) ইলম, দ্বীনে হক ও হিদায়াতের তালাশের চেষ্টা করা এবং এর উপর নফসকে বাধ্য করা। কারণ দ্বীনে হকের জ্ঞান অর্জন ছাড়া সাফল্য অর্জনের কোন সুযোগ নেই। বান্দা তা অর্জনে ব্যর্থ হলে ইহকাল ও পরকালে সে হতভাগ্য হবে।
(২) বান্দা ইলম অর্জন করার পর ইলমকে আমলে পরিণত করবে। কারণ আমল ছাড়া ইলম তার কোন উপকারে আসবেনা।
(৩) ইলম ও আমলের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিবে। অজ্ঞদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবে। অন্যথায় সে আল্লাহর নাযিলকৃত হিদায়াত ও সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং তার ইলম অন্যের উপকার করলেও তার নিজের কোন উপকার করবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবেনা।
(৪) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের কাজে যে সমস্ত বিপদ আসে বান্দা তার উপর নফসকে সবর করতে বাধ্য করবে। মানুষেরা তাকে কষ্ট দিলেও সে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সে সব কিছুই মাথা পেতে মেনে নিবে। যার ভিতরে এই চারটি গুণ পাওয়া যাবে সে রাববানী তথা আল্লাহর প্রিয় অলী হতে পারবে।

সালাফগণের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কোন আলেমই ততক্ষণ পর্যন্ত রাববানী হওয়ার যোগ্য হয় না যতক্ষণ না সে সত্যকে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হয়, সে অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়। সুতরাং যে শিখল, আমল করল এবং শিক্ষা দিল তাকে উর্ধ্বাকাশে (জান্নাতে) মহা সম্মানের সাথে ডাকা হবে।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়া অন্য কোনো জিহাদ পূর্ণতা পায় না। কারণ আত্মশুদ্ধি ছাড়া মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকতে পারে না।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষকে গুনাহ, বিভ্রান্তি, কুফর, বিদআত ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে। তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ধোঁকা থেকে নিজেকে রক্ষা করার সংগ্রামও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।"

— সূরা ফাতির: ৬

শয়তানের সাথে জিহাদের দু'টি স্তর রয়েছে। (১) ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান যে সমস্ত সন্দেহ এবং ওয়াসওয়াসা বান্দার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেয় তা প্রতিহত করার সংগ্রাম করা। (২) শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ কাজের প্রতি যে আগ্রহ ও আসক্তি নিক্ষেপ করে তা প্রতিহত করার সংগ্রামে সদা প্রচেষ্টা চালানো। মজবুত ঈমান ও দৃঢ় মনোবল দিয়ে প্রথমটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধৈর্যের মাধ্যমেই দ্বিতীয়টির মোকাবেলা করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (সূরা সাজদাহ-৩২: ২৪) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, দৃঢ় বিশ্বাস ও সবরের মাধ্যমেই নের্তৃত্ব পাওয়া যাবে, ধৈর্যই খারাপ নিয়ত ও কুপ্রবৃত্তিকে প্রতিহত করে এবং মজবুত ঈমান সন্দেহ বিদূরিত করে।

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের কয়েকটি উপায় হলো—

আল্লাহর যিকির ও দোয়া করা,

কুরআন তিলাওয়াত করা,

ওয়াসওয়াসা থেকে আশ্রয় চাওয়া,

গুনাহের পরিবেশ থেকে দূরে থাকা,

সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা,

ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

শয়তান সাধারণত মানুষকে ধীরে ধীরে বিভ্রান্ত করে। তাই ঈমানকে মজবুত রাখা ও নিয়মিত ইবাদত করা শয়তানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা।

আল্লাহ বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।"

— সূরা আল-হিজর: ৪২

অর্থাৎ যারা আল্লাহর আনুগত্যে দৃঢ় থাকে, শয়তান তাদেরকে সহজে বিভ্রান্ত করতে পারে না।

৩. দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ-

দাওয়াহ, সত্য প্রচার, ইসলাম শিক্ষা এবং কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়াও জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপ।আল্লাহ তা'আলা বলেন—

"তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক কর।"

— সূরা আন-নাহল: **১২৫**

এই আয়াতে দাওয়াহর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে—হিকমাহ, সুন্দর উপদেশ এবং উত্তম পন্থা। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি নয়; বরং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সুন্দর আচরণই প্রধান মাধ্যম।

এটি কলম, ভাষণ, শিক্ষা, যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

"তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করো।"

— সূরা আল-ফুরকান: ৫২

এ আয়াতে কুরআনের মাধ্যমে সত্য প্রচারকে “বড় জিহাদ” বলা হয়েছে।
দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত—
মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা,
কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেওয়া,
মিথ্যা ও বিভ্রান্তির জবাব দেওয়া,
সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা,
লেখালেখি, বক্তৃতা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করা।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।”
— সহিহ বুখারী
বর্তমান যুগে দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার জন্য জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াহ অপরিহার্য।

৪. সশস্ত্র জিহাদ
সশস্ত্র জিহাদ হলো অত্যাচার প্রতিরোধ, মুসলিমদের নিরাপত্তা রক্ষা এবং দ্বীনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য শরীয়তের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে যুদ্ধ করা। এটি ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলেও কঠোর শর্ত ও নিয়মের অধীন।
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
“যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে।”
— সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯
আরও বলেনঃ
“তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না।”
— সূরা আল-বাকারা: ১৯০

এই আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায় যে ইসলামে যুদ্ধের জিহাদ আক্রমণাত্মক বিশৃঙ্খলা নয়; বরং জুলুম প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার বৈধ ব্যবস্থা।

সশস্ত্র জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ
শরীয়তসম্মত বৈধ নেতৃত্বের অধীনে হতে হবে,
উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি,
নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা যাবে না,
নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও উপাসনালয়ের ধর্মীয় ব্যক্তিদের হত্যা নিষিদ্ধ,
বিশ্বাসঘাতকতা, লাশ বিকৃত করা ও সীমালঙ্ঘন হারাম,
ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা রাজনৈতিক স্বার্থে যুদ্ধ বৈধ নয়।
রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় নির্দেশ দিতেন—
"নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করো না।"
— আবু দাউদ
অতএব, সন্ত্রাস, নিরীহ মানুষ হত্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কখনো ইসলামী জিহাদ নয়।

কুরআনে জিহাদ

কুরআনুল কারীমে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাঁর পথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ "আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমন জিহাদ করা তার হক।"

— সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ আন্তরিকতা, তাকওয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর পথে প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আরও বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন; এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

— সূরা আত-তাওবা : ১১১

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ত্যাগ ও জিহাদের মর্যাদা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

কুরআনে জিহাদের উদ্দেশ্য :

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা-

জিহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

"তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।"

— সূরা আত-তাওবা : ৩৩

জুলুম ও নির্যাতন প্রতিরোধ

ইসলামে জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো অত্যাচারিত মানুষের সাহায্য করা এবং জালিমের অত্যাচার প্রতিহত করা।

আল্লাহ বলেনঃ

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করো না?"

— সূরা আন-নিসা : ৭৫

ফিতনা ও অন্যায়ের অবসান

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়।"

— সূরা আল-বাকারা : ১৯৩

এখানে "ফিতনা" বলতে দ্বীনের পথে বাধা, নির্যাতন ও জুলুমকে বুঝানো হয়েছে।

কুরআনে মুজাহিদদের মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

তিনি বলেন

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِين أَجْرًا عَظِيما

"আল্লাহ মুজাহিদদেরকে বসে থাকা লোকদের উপর মহাপ্রতিদান দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"

— সূরা আন-নিসা : ৯৫

আরও বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُون فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে।"

— সূরা আস-সাফ : ৪

জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদন

বর্তমান যুগে অনেকেই জিহাদকে সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও নিরপরাধ মানুষ হত্যার সাথে সম্পৃক্ত করে। অথচ কুরআনুল কারীম এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

হাদীসে জিহাদ

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হলো হাদীস। কুরআনুল কারীমে জিহাদের মৌলিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাণী, কর্ম ও বাস্তব জীবনের মাধ্যমে জিহাদের প্রকৃত রূপ, উদ্দেশ্য, ফযিলত ও নীতিমালা স্পষ্ট করেছেন। রসুল স: এর হাদীসে জিহাদকে শুধু যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং আত্মশুদ্ধি, সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ, দাওয়াহ, জ্ঞানচর্চা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাকেও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হাদিসে জিহাদের পরিচয় -

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

"প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"

— সুনানে তিরমিযী

আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেনঃ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"সর্বোত্তম জিহাদ হলো জালিম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।"

— সুনানে আবু দাউদ

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সত্য প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করাও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

হাদিসে জিহাদের ফযিলত -

হাদীসে জিহাদের অসংখ্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর পথে আন্তরিক প্রচেষ্টাকে রাসূল ﷺ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"নিশ্চয়ই জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।"

— সহিহ বুখারী

আরও বলেছেনঃ

"আল্লাহর পথে একদিন প্রহরায় থাকা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।"

— সহিহ বুখারী

এ হাদীসগুলো জিহাদের মর্যাদা ও আল্লাহর নিকট তার বিশেষ প্রতিদানের প্রমাণ

বহন করে।

জিহাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য -

ইসলামে জিহাদের মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতা, জাতিগত অহংকার বা দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা ইসলামী জিহাদ নয়।

রাসূল ﷺ বলেনঃ

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه

“যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে যে আল্লাহর বাণীই সর্বোচ্চ হয়, সেই আল্লাহর পথে রয়েছে।”

— সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম

এ হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জিহাদের উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

রাসূল ﷺ নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْه

“প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এমন কাজ পরিত্যাগ করে।”

— সহিহ বুখারী

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং আত্মসংযম অর্জন করাও জিহাদের অংশ।

দাওয়াহ ও জ্ঞান দ্বারা জিহাদ

রাসূল ﷺ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেনঃ

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة

“আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।”
— সহিহ বুখারী
আরও বলেনঃ“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।”
— সহিহ বুখারী
এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে দাওয়াহ, শিক্ষা ও ইসলামী জ্ঞান প্রচার করা জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে হাদিসের নীতিমালা-
ইসলামে সশস্ত্র জিহাদ কঠোর নীতিমালা ও শর্তসাপেক্ষ। রাসূল ﷺ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মানবতা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দিয়েছেন।

নিরপরাধ মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَة ً

“কোনো বৃদ্ধ, শিশু ও নারীকে হত্যা করো না।”
— সুনানে আবু দাউদ

বিশ্বাসঘাতকতা ও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
“তোমরা যুদ্ধ করো, কিন্তু খিয়ানত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং লাশ বিকৃত করো না।”
— সহিহ মুসলিম
শান্তির প্রতি গুরুত্ব

রাসূল ﷺ অযথা যুদ্ধ কামনা করতে নিষেধ করেছেন।
তিনি বলেনঃ

لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ

“শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার কামনা করো না; বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।”
— সহিহ বুখারী
এ হাদীস প্রমাণ করে যে ইসলাম যুদ্ধপ্রিয় ধর্ম নয়; বরং শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়।

শহীদের মর্যাদা
হাদীসে শহীদের বিশেষ মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।
রাসূল ﷺ বলেনঃ
“শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।”
— সুনানে তিরমিযী
তিনি আরও বলেন "শহীদ নিহত হওয়ার কষ্ট ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার কামড়ে অনুভব করে।”
— সুনানে তিরমিযী
হাদীসের আলোকে স্পষ্ট যে ইসলামের জিহাদ কখনো সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা বা নিরপরাধ মানুষ হত্যার অনুমোদন দেয় না। বরং ইসলাম শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবতার শিক্ষা দেয়।
রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।”
— সহিহ বুখারী
এ হাদীস ইসলামের মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল প্রমাণ।

হাদীসের আলোকে জিহাদ একটি ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত। আত্মশুদ্ধি, নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সত্য কথা বলা, দাওয়াহ, জ্ঞান প্রচার, অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রয়োজনে শরীয়তসম্মত সশস্ত্র প্রতিরোধ—সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সত্য প্রতিষ্ঠা, জুলুম প্রতিরোধ এবং মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে জিহাদ

সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের জীবন দ্বারা সেই শিক্ষার বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের ঈমান, ত্যাগ, আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করে কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন।

জিহাদের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল অনন্য। তাঁরা জিহাদকে কেবল যুদ্ধ হিসেবে দেখেননি; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও ত্যাগকে জিহাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঈমান রক্ষা, দাওয়াত, শিক্ষা, হিজরত, সম্পদ ব্যয়, ধৈর্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মত্যাগ—সবক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন আদর্শ। সাহাবায়ে কেরামের জীবনের দিকে তাকালে আমরা জিহাদের প্রকৃত ও ভারসাম্যপূর্ণ রূপ দেখতে পাই। তাঁদের জীবনী মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুপ্রেরণার এক অফুরন্ত উৎস।

মক্কী জীবনে ধৈর্য্য ও ঈমানের জিহাদ:

মক্কায় ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমানদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন নেমে আসে। কুরাইশ নেতারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের ওপর অটল থাকেন।

হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)-কে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে তাঁর বুকে বিশাল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি নির্যাতনের মুখেও "আহাদ, আহাদ" বলে একত্ববাদের ঘোষণা দিতে থাকেন।

হযরত সুমাইয়া বিনতে খাইয়্যাত (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্মমভাবে শহীদ হন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ হিসেবে পরিচিত।
হযরত ইয়াসির (রাঃ) এবং তাঁর পরিবারও অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন:
"হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হলো জান্নাত।"
এই সময় সাহাবীদের জিহাদ ছিল ধৈর্য, আত্মসংযম ও ঈমানের দৃঢ়তার জিহাদ।

হিজরতের মাধ্যমে জিহাদের বাস্তব প্রকাশ:
যখন মক্কায় ইসলাম পালন কঠিন হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহর নির্দেশে মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করেন। এটি ছিল জিহাদের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ।
হযরত সুহাইব রূমী (রাঃ) মদীনায় যাওয়ার সময় মক্কার মুশরিকরা তাঁর পথ রোধ করে। তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ তাদের দিয়ে দেন, কিন্তু ঈমান ও হিজরতের পথ ত্যাগ করেননি।
হযরত আবু সালামা (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তবুও তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হিজরতের সময় অসাধারণ সাহস, আনুগত্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় দেন।
হিজরত ছিল আল্লাহর দ্বীনের জন্য সবকিছু ত্যাগ করার এক মহান উদাহরণ।
বদর যুদ্ধে সাহাবীদের আত্মত্যাগ:বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় যুদ্ধ। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, অথচ শত্রুপক্ষ ছিল প্রায় এক হাজার।
এই যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম অসাধারণ সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেন।
হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন:
"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে লড়াই করব।"
হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) আনসারদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন।
বদরের ময়দানে সাহাবায়ে কেরাম প্রমাণ করেছিলেন যে প্রকৃত জিহাদ ঈমান, ত্যাগ ও আল্লাহর ওপর ভরসার নাম।
উহুদ যুদ্ধে সাহাবীদের বীরত্ব:
উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের শরীরে অসংখ্য আঘাত গ্রহণ করেন। তাঁর হাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল।
হযরত মুস‘আব ইবনে উমাইর (রাঃ) ইসলামের পতাকা বহন করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পরও পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি।
হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদাত লাভ করেন। তিনি "আসাদুল্লাহ" (আল্লাহর সিংহ) নামে পরিচিত ছিলেন।
উহুদের ঘটনা সাহাবীদের ত্যাগ, সাহস ও রাসূলপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খন্দকের যুদ্ধে ধৈর্য ও পরিশ্রম:
খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা কঠিন অবরোধের সম্মুখীন হন। মদীনাকে রক্ষা করার জন্য পরিখা খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
সাহাবায়ে কেরাম নিজের হাতে দিনরাত পরিশ্রম করে পরিখা খনন করেন। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও কষ্ট সত্ত্বেও তাঁরা কাজ চালিয়ে যান।
হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শেই পরিখা খননের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল।
এই ঘটনা প্রমাণ করে যে জিহাদ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই নয়; পরিকল্পনা, শ্রম ও ধৈর্যের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়।

সম্পদ দ্বারা জিহাদ:
সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের সম্পদও আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন।
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার তাঁর সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করেন।
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ দান করেছিলেন।
হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাবুক অভিযানের জন্য শত শত উট, ঘোড়া ও বিপুল অর্থ দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই অবদানের প্রশংসা করেছিলেন।
তাঁদের এই আত্মত্যাগ সম্পদ দ্বারা জিহাদের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

ইলম ও দাওয়াহর মাধ্যমে জিহাদ:

সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই জ্ঞান প্রচার ও দাওয়াহর মাধ্যমে ইসলামের সেবা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কুরআনের তাফসিরে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি "তারজুমানুল কুরআন" নামে পরিচিত ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কুরআন শিক্ষা ও হাদীস বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস ছিলেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।

তাঁদের জ্ঞান প্রচারের এই প্রচেষ্টা ছিল কলম ও ইলমের মাধ্যমে জিহাদের অনন্য উদাহরণ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জিহাদের বাস্তবায়ন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করেন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) কুরআনের সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে পরিচালিত করেন।

তাঁদের নেতৃত্বে জিহাদের প্রকৃত লক্ষ্য—ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণ—বাস্তবায়িত হয়।

শাহাদাতের প্রতি সাহাবীদের আকাঙ্ক্ষা:

সাহাবায়ে কেরাম পার্থিব স্বার্থের জন্য জিহাদ করেননি। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি।

হযরত হামযা (রাঃ), মুস‘আব ইবনে উমাইর (রাঃ), জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এবং অসংখ্য সাহাবী দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তাঁদের কাছে শাহাদাত ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক মহাসৌভাগ্য।
সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের বৈশিষ্ট্য
সাহাবায়ে কেরামের জিহাদের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—
১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত।
২. কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে পরিচালিত।
৩. ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভমুক্ত।
৪. ন্যায়বিচার ও মানবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
৫. ধৈর্য, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে পরিপূর্ণ।
৬. জ্ঞান, দাওয়াহ ও চরিত্র গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
৭. শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন জিহাদের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁরা ঈমান রক্ষার জন্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, আল্লাহর পথে হিজরত করেছেন, সম্পদ ব্যয় করেছেন, জ্ঞান প্রচার করেছেন এবং প্রয়োজন হলে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের জিহাদ ছিল ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক এবং আল্লাহমুখী। তাই জিহাদের সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের জীবন অধ্যয়ন অপরিহার্য। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলেই মুসলিম উম্মাহ জিহাদের প্রকৃত চেতনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

জিহাদের ফযিলত

জিহাদ ইসলামের অন্যতম মহান ইবাদত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আমল। কুরআনুল কারীম ও হাদীসে জিহাদের অসংখ্য ফযিলত, মর্যাদা ও প্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্যের বিজয় ঘটে এবং মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। একই সঙ্গে জিহাদ মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগ, ধৈর্য, সাহস, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহভীতির গুণাবলি সৃষ্টি করে। এজন্য ইসলাম জিহাদকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে এবং মুজাহিদদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে মহান প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছে।
জিহাদ সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম-

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন—

أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟

তিনি বললেন—

»إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ«

লোকটি বলল, এরপর কোনটি?
তিনি ﷺ বললেন:- الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
অর্থঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান, অতঃপর আল্লাহর পথে জিহাদ।”
এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে ঈমানের পর জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদ জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম-
আল্লাহ তা‘আলা বলেন: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।”
— সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: **১১১**
এই আয়াতে মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের মহান সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

মুজাহিদদের মর্যাদা সাধারণ মুমিনদের তুলনায় অধিক-
আল্লাহ তা‘আলা বলেন: فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
অর্থঃ “আল্লাহ জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।”
— সূরা আন-নিসা, আয়াত: **৯৫**
এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহর নিকট মুজাহিদদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ।

জিহাদ আল্লাহর রহমত লাভের উপায়-
আল্লাহ তা‘আলা বলেন :
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
অর্থঃ “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমতের আশা রাখে।”

— সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৮

জিহাদ গুনাহ মাফের কারণ-

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

অর্থঃ "যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আমার পথে কষ্ট পেয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ মুছে দেব।"

— সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫

আল্লাহর পথে একদিন অবস্থান দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

অর্থঃ "আল্লাহর পথে একদিন প্রহরায় অবস্থান করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।"

এ হাদীস আল্লাহর পথে সামান্য কষ্টেরও কত বড় মর্যাদা তা প্রমাণ করে।

মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশত স্তর প্রস্তুত রেখেছেন।"

এটি মুজাহিদদের জন্য বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারের প্রমাণ।

শহীদের মর্যাদা অত্যন্ত মহান-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ

অর্থঃ "শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে শহীদের গুনাহ ক্ষমা করা হয়, জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের ফযিলত-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

অর্থঃ “প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।”

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মানুষের চরিত্র গঠন, আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের অন্যতম মাধ্যম।

জিহাদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম-

জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ নির্ধারণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করে, সেই আল্লাহর পথে রয়েছে।”

জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির হিদায়াত, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়-অত্যাচার দূর করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের বিভিন্ন বিধান দান করেছেন। জিহাদ তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান। জিহাদের মাধ্যমে দ্বীন রক্ষা হয়, মুসলিম উম্মাহ শক্তিশালী হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কুরআন ও হাদীসে জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। তাই মুসলিম জীবনে জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা অপরিহার্য।

জিহাদ আল্লাহর বিধান-

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

অর্থঃ

“তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬
এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জিহাদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

দ্বীন রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ অপরিহার্য-
আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

অর্থঃ
"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"
— সূরা আল-আনফাল: ৩৯
এই আয়াতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও ফিতনা দূর করার জন্য জিহাদের প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে।

জিহাদ মুসলিম উম্মাহর সম্মান রক্ষা করে-
যখন মুসলিমরা জিহাদ পরিত্যাগ করে, তখন শত্রুরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং উম্মাহ দুর্বল হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—
অর্থঃ
"যখন তোমরা সুদভিত্তিক ব্যবসায় লিপ্ত হবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজে মগ্ন হয়ে যাবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন।-সুনানে আবু দাউদ
এ হাদীস জিহাদ পরিত্যাগের ভয়াবহ পরিণতি নির্দেশ করে।

অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য জিহাদ প্রয়োজন-
আল্লাহ তা'আলা বলেন—
অর্থঃ
"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং দুর্বল নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করছ না?"

— সূরা আন-নিসা: ৭৫
এই আয়াতে নির্যাতিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য জিহাদ জরুরি-
আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থঃ তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর।"
— সূরা আল-আনফাল: ৬০
এ আয়াত মুসলিমদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

জিহাদ সত্য ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে-
জিহাদের মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মুনাফিকদের পার্থক্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

অর্থঃ
"তোমরা কি মনে করেছ তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনো প্রকাশ করেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে?"
— সূরা আত-তাওবাহ: ১৬

জিহাদ আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয়-
জিহাদের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান, মাল, সময় ও আরাম-আয়েশ কুরবানী করার শিক্ষা লাভ করে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামও জরুরি জিহাদ-
জিহাদ কেবল যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজের প্রবৃত্তি, গুনাহ ও শয়তানের

কুমন্ত্রণা থে

কে বাঁচার সংগ্রামও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

রাসূল ﷺ বলেন—

অর্থঃ

“প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।- মুসনাদে আহমাদ

দাওয়াত ও জ্ঞানচর্চার জন্য জিহাদ প্রয়োজন-

বর্তমান যুগে কলম, জ্ঞান, দাওয়াত, শিক্ষা ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। ইসলামবিরোধী অপপ্রচারের জবাব দেওয়া এবং মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থঃ

“আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করুন।”

— সূরা আল-ফুরকান: ৫২

জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করে-

যখন মুসলিমরা আল্লাহর পথে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করে, তখন উম্মাহ শক্তিশালী হয়, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামবিরোধী অপপ্রচার মোকাবিলায় জিহাদের প্রয়োজনীয়তা-

বর্তমান যুগে ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হয়। এসব অপপ্রচারের জবাব যুক্তি, প্রমাণ, গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে দেওয়া প্রয়োজন।

এটিও জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। আলেম, গবেষক, লেখক ও দাঈগণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বর্তমান যুগে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা-

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহ নানা সংকটের সম্মুখীন। দ্বীনি অজ্ঞতা, নৈতিক অবক্ষয়, ইসলামবিরোধী সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
এ অবস্থায় প্রয়োজন—
কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের জিহাদ।
নফসের বিরুদ্ধে আত্মশুদ্ধির জিহাদ।
দাওয়াত ও তাবলীগের জিহাদ।
সমাজ সংস্কারের জিহাদ।
অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অবস্থান গ্রহণের জিহাদ।
এসব ক্ষেত্রেই শরীয়তের বিধান, শর্ত ও নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যার মূল উদ্দেশ্য ধ্বংস, রক্তপাত বা মানুষের ওপর জুলুম করা নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায় প্রতিরোধ এবং মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা। ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ হলো আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে পরিচালিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ, মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক।
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন-
জিহাদের সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন মুমিন জাগতিক স্বার্থ, খ্যাতি বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ কর।"
(সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮)
রাসূল ﷺ বলেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী।”

-সহীহ বুখারী

অতএব, জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা-

জিহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষকে তাঁর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।”

(সূরা আল-আনফাল: ৩৯)

এর অর্থ এই নয় যে মানুষকে জোরপূর্বক মুসলিম বানানো হবে; বরং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে সত্য গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারে।

জুলুম ও নির্যাতন দূর করা-

ইসলাম জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরোধী। জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো নির্যাতিত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং অত্যাচারীদের প্রতিরোধ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

“তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ কর না?”

(সূরা আন-নিসা: ৭৫)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষা করাও জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা দূর করা-

ফিতনা বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দেওয়া হয় অথবা দ্বীনের কারণে নির্যাতন করা হয়।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।"
(সূরা আল-বাকারা: ১৯১)
জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সমাজ থেকে এই ধরনের নির্যাতন, অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা-
ইসলাম ন্যায়বিচারের ধর্ম। জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়ের অবসান ঘটানো।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেন।"
(সূরা আন-নাহল: ৯০)
অতএব, জিহাদ কোনো জাতিগত বা রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যম নয়; বরং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের একটি উপায়।
ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা-
ইসলাম কাউকে জোরপূর্বক ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।"
(সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

জিহাদের উদ্দেশ্য হলো এমন প্রতিবন্ধকতা দূর করা, যা মানুষের সত্য জানার ও গ্রহণ করার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-

জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৯০)

এ আয়াত আত্মরক্ষামূলক জিহাদের বৈধতা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে।

সত্যের বিজয় ও মিথ্যার পরাজয়-

জিহাদের উদ্দেশ্য হলো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মিথ্যার প্রভাব দূর করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

"আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ করে দেয়।"

(সূরা আল-আম্বিয়া: ১৮)

সত্য প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম কখনো দাওয়াহর মাধ্যমে, কখনো জ্ঞানের মাধ্যমে এবং কখনো প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

মানুষের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা-

জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য যুদ্ধ নয়; বরং শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমানরা যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে, সেখানে মানুষ নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা লাভ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ

“আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।”
(সূরা ইউনুস: ২৫)

জিহাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গভীরভাবে মানবকল্যাণমূলক এবং ন্যায়ভিত্তিক। এর উদ্দেশ্য কখনো ক্ষমতা দখল, সম্পদ অর্জন বা প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, দ্বীন প্রতিষ্ঠা, জুলুম দূর করা, ন্যায়বিচার কায়েম করা, নির্যাতিতদের সাহায্য করা, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই জিহাদের মূল লক্ষ্য। তাই জিহাদকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ এবং ফকিহগণের লেখনী ও গবেষণা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জিহাদ কোনো সাময়িক বা কেবল যুদ্ধকালীন সামরিক ব্যবস্থা নয়; বরং এটি মুসলিম উম্মাহর ঈমানি অস্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা, নৈতিক বিশুদ্ধতা এবং সামাজিক বিচার অক্ষুণ্ণ রাখার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে, যেখানে মুসলিম সমাজ বাহ্যিক ভূ-রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি তীব্র অভ্যন্তরীণ নৈতিক স্খলন এবং বহুমাত্রিক আদর্শিক যুদ্ধের সম্মুখীন, সেখানে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নতুন আঙ্গিকে এবং আরও সুসংহত উপায়ে আবির্ভূত হয়েছে।
প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা (Defensive Jihad)
ইসলামি ফিকহের একটি সর্বসম্মত ও ঐতিহাসিক নীতি হলো—যখন কোনো অমুসলিম বা অনাক্রমণকারী শক্তি কোনো মুসলিম দেশ, জনপদ বা তাদের সার্বভৌমত্ব আক্রমণ করে, তখন সেই ভূখণ্ড মুক্ত করা এবং সেখানকার মজলুম মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত রক্ষা করা স্থানীয় মুসলমানদের ওপর ‘ফরজে আইন’ (Individual Obligation) হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও শেষভাগের ফিকহি লেখনীগুলোর একটি বড় অংশ এই প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় নিয়োজিত ছিল।
সমকালীন আলেমদের মতে, বর্তমান বিশ্বে ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ বিভিন্ন নির্যাতিত অঞ্চলের বাস্তবতা এই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করে। আধুনিক

আন্তর্জাতিক আইন যেখানে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও জাতিকে 'আত্মরক্ষার সহজাত অধিকার' (Inherent Right to Self-Defense - UN Charter Article 51) প্রদান করে, ইসলামি শরিয়ত ঠিক একইভাবে মজলুমের পক্ষে দাঁড়িয়ে জালিমের হাতকে প্রতিহত করার নির্দেশ দেয়। সমকালীন ফকিহগণ স্পষ্ট করেছেন যে, যখন কোনো মুসলিম উম্মাহর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, তখন অলসতা ও উদাসীনতা ত্যাগ করে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হলো শরিয়তের দাবি। এই প্রতিরক্ষামূলক লড়াই উম্মাহকে দাসত্ব ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক জিহাদ (Intellectual and Ideological Jihad)
বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের ময়দান কেবল ভৌগোলিক সীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা মানুষের মন ও মননের গভীরে প্রবেশ করেছে। সমকালীন আলেমগণ, বিশেষ করে ড. ইউসুফ আল-কারজাভী তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'ফিকহুল জিহাদ'-এ এবং সমসাময়িক দেওবন্দী ও আরব স্কলারগণ তাঁদের গবেষণায় এই দিকটিকে 'গাজওয়াতুল ফিকর' (Ghazwul Fikr) বা 'আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ক) সেকুলারিজম ও নাস্তিক্যবাদের মোকাবেলা
বর্তমান যুগে মুসলিম তরুণ সমাজ পশ্চিমা সেকুলার দর্শন, চরম বস্তুবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের তীব্র মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের শিকার। বিভিন্ন একাডেমিক বই, দর্শন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সুকৌশলে ঈমান ও আকিদার গোঁড়ামিতে আঘাত করে সংশয় তৈরি করা হচ্ছে। সমকালীন আলেমদের মতে, এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কলম, যুক্তি, দর্শন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ইসলামি আকিদার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এই যুগের এক জিহাদ। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:
"কাজেই আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে এক মহাসংগ্রাম (জিহাদান কাবিরা) চালিয়ে যান।" (সূরা আল-ফুরকান: ৫২)

খ)নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি প্রতিরোধ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বৈশ্বিক বিনোদন মাধ্যম, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন অনৈতিক মতাদর্শ এবং অবাধ ও উশৃঙ্খল জীবনধারা মুসলিম পরিবারতন্ত্র ও সমাজকাঠামোকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। সমকালীন ইসলামি স্কলারদের মতে, পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য, সেমিনার এবং গবেষণামূলক লেখনীর মাধ্যমে এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রুখে দেওয়া এবং যুবসমাজকে ইসলামের মৌলিক নৈতিকতার আলোয় ফিরিয়ে আনা সমকালীন উম্মাহর জন্য একটি সমষ্টিগত ফরজ দায়িত্ব।

গ)সাইবার ও মিডিয়া জিহাদ (Cyber and Media Jihad)

আধুনিক যুগে তথ্যপ্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম (Media) একটি শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একদিকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো সুকৌশলে 'ইসলামোফোবিয়া' বা ইসলামভীতি ছড়াচ্ছে, যার মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিত্রায়িত করার অপচেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, ইসলামের মহান মানবিক ও শান্তিপূর্ণ মূল্যবোধকে আড়াল করা হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে সমকালীন আলেমগণ 'জিহাদ বিল লিসান' (ভাষার মাধ্যমে জিহাদ) এবং 'জিহাদ বিল কালাম' (কলমের মাধ্যমে জিহাদ)-এর আধুনিক রূপ হিসেবে 'সাইবার ও মিডিয়া জিহাদ'কে সাব্যস্ত করেছেন।

সঠিক তথ্য উপস্থাপন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, YouTube, X), ব্লগ এবং উইকিপিডিয়ার মতো বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে ইসলামের সঠিক ইতিহাস, ফিকহ এবং সৌন্দর্য তুলে ধরা।

অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব: ইসলাম বা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র চরিত্র নিয়ে উত্থাপিত বৈশ্বিক সংশয় ও প্রশ্নগুলোর তথ্যভিত্তিক, একাডেমিক ও যৌক্তিক খণ্ডন তৈরি করা।

প্রযুক্তির ইসলামীকরণ: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডেটা সায়েন্স এবং ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে দাওয়াহর ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা। সমকালীন গবেষকদের মতে, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসলামকে আক্রমণ করা হচ্ছে, ঠিক সেই প্রযুক্তিকে প্রতিরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাই হলো বর্তমান যুগের কৌশলগত জিহাদ।

জিহাদুন নফস: আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতার সংগ্রাম (Jihad al-Nafs)

সামাজিক বা বাহ্যিক যেকোনো পরিবর্তনের আগে মানুষের অভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা অর্জন অপরিহার্য। সমকালীন আধ্যাত্মিক ও ফিকহি বইগুলোতে 'জিহাদুন নফস' বা নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমস্ত বাহ্যিক জিহাদের ভিত্তি ও পূর্বশর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আধুনিক প্রলোভন ও আত্মরক্ষা

বর্তমান যুগে ইন্টারনেটের অবাধ লভ্যতা, পর্নোগ্রাফির মহামারি, মাদকাসক্তি এবং নৈতিক স্খলনের মতো ব্যাধিগুলো সমাজকে গ্রাস করছে। চোখের হেফাজত করা, হালাল উপার্জনকে আঁকড়ে ধরা এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র রাখার জন্য যে নিরন্তর চেষ্টা, এটাও বর্তমান যুগের জিহাদ

সমকালীন স্কলারদের মতে, যে ব্যক্তি নিজের লোভ, অহংকার, হিংসা এবং কামভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে কখনো আল্লাহর জমিনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করতে পারবে না। অতএব, সমাজকে দুর্নীতি ও জুলুমমুক্ত করতে হলে প্রথমে ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে নৈতিকভাবে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচতে হবে

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জিহাদ (Social and Economic Jihad)

ইসলাম কেবল একটি ব্যক্তিগত উপাসনার ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete Code of Life)। সমকালীন আলেমদের লেখনীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

ক) অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ

সমাজে চলমান সুদ, ঘুষ, কালোবাজারি, খাদ্যে ভেজাল এবং মজুতদারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া শরিয়তের একটি অন্যতম মূলনীতি, যাকে 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"অত্যাচারি শাসকের সামনে সত্য কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।" (সুনানে আবু দাউদ)।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনি, সাংবিধানিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনমত গঠন করা এবং মজলুমের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করা এই সামাজিক জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

খ)বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জিহাদ
বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত সুদভিত্তিক এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা বৈষম্য বৃদ্ধি করছে। সমকালীন আলেমগণ (যেমন: জাস্টিস মুফতি তাকি উসমানী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে) দেখিয়েছেন কীভাবে একটি সুদমুক্ত, কল্যাণমুখী ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে এই জালিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকল্প দাঁড় করানো সম্ভব। মুসলিম উম্মাহকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং হালাল বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোও এক প্রকার অর্থনৈতিক জিহাদ।

জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও সংশোধন

বর্তমান যুগে “জিহাদ” শব্দটি সবচেয়ে বেশি অপব্যাখ্যা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে। একদিকে ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলো জিহাদকে সন্ত্রাস, উগ্রবাদ ও বিশৃঙ্খলার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করছে; অন্যদিকে কিছু চরমপন্থী গোষ্ঠী জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও শরয়ী বিধানকে বিকৃত করে মুসলিম যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করছে। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে জিহাদ সম্পর্কে ভয়, সন্দেহ ও ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।
কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুযায়ী জিহাদ একটি মহান ইবাদত, যার উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ, দ্বীনের প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম প্রতিরোধ করা; বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়।
আলোচ্য অধ্যায়ে জিহাদ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে।
১. ভ্রান্ত ধারণা : জিহাদ মানেই যুদ্ধ
অনেকেই মনে করে জিহাদ বলতে শুধু তরবারি, যুদ্ধ বা রক্তপাত বুঝায়। এটি একটি ভুল ধারণা।
সংশোধন

জিহাদ শব্দের অর্থ হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। যুদ্ধ জিহাদের একটি অংশ মাত্র; পুরো জিহাদ নয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন—

وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

অর্থঃ “আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করুন।”

— সূরা আল-ফুরকান : ৫২

এ আয়াতে কুরআনের দাওয়াত ও যুক্তির মাধ্যমে জিহাদকে “জিহাদ” বলা হয়েছে।

অতএব—

নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম,

শয়তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ,

দাওয়াহ,

জ্ঞানার্জন,

সত্য প্রতিষ্ঠা,

অন্যায়ের প্রতিবাদ—

এসবও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

২. ভ্রান্ত ধারণা : ইসলাম জোরপূর্বক মানুষকে মুসলিম বানাতে জিহাদের নির্দেশ দেয়

ইসলামের বিরুদ্ধে একটি বড় অপবাদ হলো—ইসলাম নাকি তরবারির মাধ্যমে মানুষকে মুসলিম বানিয়েছে।

সংশোধন

ইসলামে জবরদস্তি করে কাউকে মুসলিম বানানোর অনুমতি নেই।

আল্লাহ বলেন—

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থঃ “দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।”

— সূরা আল-বাকারাহ : ২৫৬

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলিম শাসনের অধীনে অমুসলিমরা নিজেদের ধর্ম পালন করেছে নিরাপদে। জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল জুলুম দূর করা এবং মানুষের সামনে সত্য গ্রহণের স্বাধীন পরিবেশ সৃষ্টি করা; জোরপূর্বক ধর্মান্তর করা নয়।

৩. ভ্রান্ত ধারণা : নিরপরাধ মানুষ হত্যা করাই জিহাদ

কিছু উগ্রবাদী গোষ্ঠী নিরীহ মানুষ হত্যা, আত্মঘাতী হামলা ও সাধারণ জনগণকে টার্গেট করাকে জিহাদ বলে প্রচার করে।

সংশোধন

ইসলাম নিরপরাধ মানুষ হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন—

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

অর্থঃ “যে ব্যক্তি একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।”

— সূরা আল-মায়িদাহ : ৩২

রাসূল ﷺ যুদ্ধের সময় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ইবাদতে মশগুল সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অতএব সন্ত্রাসবাদ, বোমা হামলা, আত্মঘাতী আক্রমণ—এসব ইসলামী জিহাদ নয়; বরং হারাম কাজ।

৪. ভ্রান্ত ধারণা : জিহাদ শুধু সশস্ত্র যুদ্ধের নাম

অনেকে মনে করে দাওয়াহ, শিক্ষা, লেখালেখি, সত্য কথা বলা—এসব জিহাদ নয়।

সংশোধন

রাসূল ﷺ বলেছেন—

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِندَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

অর্থঃ “সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।”

— সুনানে আবু দাউদ

এছাড়া—

ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া,

কুরআন শিক্ষা,
দ্বীনের দাওয়াত,
সমাজ সংস্কার,
ইসলাম রক্ষায় কলম ও মিডিয়ার ব্যবহার—
এসবও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।
৫. ভ্রান্ত ধারণা : যে কেউ যখন ইচ্ছা যুদ্ধ শুরু করতে পারে
কিছু মানুষ মনে করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তেই সশস্ত্র জিহাদ শুরু করা যায়।
সংশোধন
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে সশস্ত্র জিহাদের জন্য কিছু শরয়ী শর্ত রয়েছে। যেমন—
বৈধ মুসলিম নেতৃত্ব,
সঠিক উদ্দেশ্য,
শক্তি ও সক্ষমতা,
উপকার-অপকার বিবেচনা,
নিরপরাধ মানুষের নিরাপত্তা,
শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণ।
ইমামগণ বলেছেন, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি হয় এমন কাজ বৈধ জিহাদ নয়।
৬. ভ্রান্ত ধারণা : জিহাদ মানেই চরমপন্থা
পশ্চিমা মিডিয়ায় প্রায়ই জিহাদ শব্দটিকে “এক্সট্রিমিজম” বা উগ্রবাদের সমার্থক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
সংশোধন
ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম। আল্লাহ বলেন—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

অর্থঃ “এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি।”
— সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৩
প্রকৃত জিহাদ কখনো সীমালঙ্ঘন করে না। ইসলাম অন্যায়, জুলুম ও আগ্রাসন নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন—

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ “তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।”

— সূরা আল-বাকারাহ : ১৯০

৭. ভ্রান্ত ধারণা : জিহাদ বর্তমান যুগে অপ্রয়োজনীয়

কিছু মানুষ মনে করে জিহাদের বিধান অতীতের জন্য ছিল, বর্তমানে এর প্রয়োজন নেই।

সংশোধন

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান একটি ইবাদত। তবে এর ধরন, পদ্ধতি ও প্রয়োগ পরিস্থিতিভেদে ভিন্ন হতে পারে।

বর্তমান যুগে—

ইসলামবিরোধী অপপ্রচারের মোকাবিলা,

নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধ,

মুসলিমদের জ্ঞানচর্চা,

মিডিয়া ও কলমের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত—

এসবও গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ।

সশস্ত্র জিহাদের শর্ত ও নীতিমালা

ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও মানবকল্যাণের ধর্ম। ইসলাম কখনো অন্যায়, সীমালঙ্ঘন বা নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না। তবে যখন দ্বীন, জীবন, সম্পদ, সম্মান ও মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন ইসলাম নির্দিষ্ট শর্ত ও নীতিমালার অধীনে সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি প্রদান করেছে। কুরআন ও সুন্নাহতে সশস্ত্র জিহাদের জন্য সুস্পষ্ট আদব, শর্ত ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধান মানবতা, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের অনন্য দৃষ্টান্ত।

সশস্ত্র জিহাদের পরিচয়

সশস্ত্র জিহাদ বলতে আল্লাহর দ্বীন রক্ষা, অত্যাচার প্রতিহত এবং মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শরঈ নিয়ম অনুযায়ী অস্ত্রসহ সংগ্রাম করাকে বুঝায়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

অর্থঃ

“তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলাম আগ্রাসন নয়; বরং বৈধ প্রতিরক্ষা ও ন্যায়ভিত্তিক সংগ্রামের শিক্ষা দেয়।

সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্য

সশস্ত্র জিহাদের উদ্দেশ্য কখনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, ক্ষমতা বা সম্পদ অর্জন নয়। বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো—

আল্লাহর দ্বীন রক্ষা করা

জুলুম ও নির্যাতন প্রতিহত করা

মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

ফিতনা দূর করা

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা
আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

অর্থঃ
"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয়।"
— সূরা আল-আনফাল: ৩৯

সশস্ত্র জিহাদের শরঈ শর্তাবলি
ইসলামে সশস্ত্র জিহাদ ইচ্ছামতো পরিচালনা করা বৈধ নয়। বরং এর জন্য শরঈ শর্ত রয়েছে। যেমন—
বৈধ কারণ থাকা
বৈধ নেতৃত্ব থাকা
মুসলিমদের সামর্থ্য থাকা
উপকার ও ক্ষতির বিবেচনা করা
নিরপরাধ মানুষ নিরাপদ থাকা
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে, শরঈ শর্ত ছাড়া যুদ্ধ শুরু করা বৈধ নয়।

বৈধ নেতৃত্ব ও আমীরের গুরুত্ব
সশস্ত্র জিহাদ বিশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা যায় না। ইসলামে নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه

"ইমাম (শাসক) ঢালস্বরূপ; তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয়।"
— সহীহ বুখারী

এ হাদীস প্রমাণ করে যে বৈধ নেতৃত্বের অধীনেই সশস্ত্র জিহাদ পরিচালিত হবে।

নিয়তের বিশুদ্ধতা ও ইখলাস

জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়তের বিশুদ্ধতা। জিহাদ হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর পথে রয়েছে।"

— সহীহ বুখারী

সীমালঙ্ঘনের নিষেধাজ্ঞা

ইসলাম যুদ্ধে সীমালঙ্ঘন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

— সূরা আল বাকারাহ: ১৯০

সুতরাং প্রতিশোধ, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আচরণ ইসলামে হারাম।

নারী, শিশু ও নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যা নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রেও মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন।

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত—

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان

অর্থঃ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী ও শিশু হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।”

—সহীহ বুখারী

অনুরূপভাবে বৃদ্ধ, অসুস্থ, উপাসনায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করাও নিষিদ্ধ।

চুক্তি ও আমান রক্ষার বিধান

ইসলাম চুক্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

অর্থঃ

“তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর; নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩৪

অতএব বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও চুক্তিভঙ্গ ইসলামসম্মত নয়।

বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ

ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের প্রতিও দয়া ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

“তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে।”

— সূরা আল-ইনসান: ৮

সম্পদ, গাছপালা ও উপাসনালয়ের সুরক্ষা

ইসলাম অকারণে ধ্বংসযজ্ঞ নিষিদ্ধ করেছে। গাছপালা কাটা, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা এবং উপাসনালয় ভাঙা ইসলামী নীতির পরিপন্থী।

হযরত আবূ বকর (রা.) সৈন্যদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—

“তোমরা নারী, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। ফলদ বৃক্ষ কাটবে না এবং বসতঘর ধ্বংস করবে না।”

এটি ইসলামের মানবিক যুদ্ধনীতির অনন্য উদাহরণ।

যুদ্ধকালীন ধৈর্য ও শৃঙ্খলা

জিহাদে ধৈর্য, সাহস ও শৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

অর্থঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং দৃঢ়ভাবে অবিচল থাক।"

— সূরা আলে ইমরান: ২০০

সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

বর্তমানে অনেক উগ্রবাদী গোষ্ঠী জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা ও নিরপরাধ হত্যা বৈধ করার চেষ্টা করে। অথচ ইসলাম এসব কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো—

নিরপরাধ হত্যা হারাম

সন্ত্রাসবাদ ইসলামবিরোধী

খারেজীদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত

জিহাদ শরঈ নীতিমালার অধীন

বৈধ নেতৃত্ব ছাড়া সশস্ত্র সংঘাত বৈধ নয়

সশস্ত্র জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান; তবে তা শরঈ শর্ত, নীতিমালা ও আদবের অধীন। ইসলামের জিহাদ মানবতা, ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। এটি কখনো সীমালঙ্ঘন, সন্ত্রাসবাদ বা নিরপরাধ মানুষ হত্যাকে সমর্থন করে না। তাই সশস্ত্র জিহাদের সঠিক ধারণা কুরআন, সুন্নাহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদার আলোকে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

জিহাদের হুকুম

জিহাদ ইসলামের একটি প্রতিষ্ঠিত বিধান। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُم

“তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।”

— (সূরা আল-বাকারা: ২১৬)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন—

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“তোমরা বের হও হালকা ও ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ কর।” — (সূরা আত-তাওবা: ৪১)

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান।

জিহাদের মূল হুকুম: ফরজে কিফায়াহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অধিকাংশ আলিমের মতে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদের হুকুম হলো ফরজে কিফায়াহ।

ফরজে কিফায়াহ বলতে এমন ফরজকে বোঝায়, যা মুসলিম সমাজের কিছু লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে পুরো সমাজ গুনাহগার হয়।

ফকীহদের বক্তব্য

ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

"সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কিফায়াহ।"

(রাওদাতুত ত্বালিবীন)

ইমাম কাসানী (রহ.) বলেন:

"প্রাথমিকভাবে জিহাদ ফরজে কিফায়াহ।"(বাদায়িউস সানায়ি)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على

ﷲ .

"আমি লোকদের সাথে কিতাল করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রতিপালক নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে। যদি তারা এ কাজ করে তাহলে তাদের জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ; তবে ইসলামের কোনো দণ্ডবিধির কারণে হলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর দরবারে"। -[সহীহ বুখারী]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ,

اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولايكون لهم في الغنيمة و الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم

"আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যে আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের সাথে কিতাল করো। জিহাদ করো; বাড়াবাড়ি ও ধোঁকাবাজিতে লিপ্ত হবে না, অঙ্গহানি করবে না, শিশুদের হত্যা করবে না। যখন মুশরিক শত্রুদের মুখোমুখী হবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রস্তাব দেবে। যদি কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাকে মেনে নেবে এবং তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং অন্য কোনো আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের রাষ্ট্র থেকে মুহাজিরগণের রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান করবে এবং ঘোষণা দিয়ে দেবে, যদি তারা এ প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে তাদের জন্য তাই নির্ধারিত রয়েছে যা রয়েছে মুহাজিরদের জন্য, তাদের উপর তাই আরোপিত হবে যা আরোপিত হয় মুহাজিরদের উপর। আর যদি তারা প্রত্যাবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে ঘোষণা দিয়ে দেবে যে, তারা বেদুঈন মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। তাদের উপর আল্লাহর সে বিধান আরোপিত হবে যা আরোপিত হয় মুমিনদের উপর। গনিমত ও ফাইয়ের কোনো অংশ তাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে না। তবে যদি মুসলমানদের সাথে জিহাদে শরিক হয় (তাহলে তাদের জন্য এসব থাকবে)। আর যদি (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকৃতি জানায় তাহলে

তাদের উপর কর আরূপ করবে। যদি তারা স্বাগত জানায় তাহলে তোমরা মেনে নেবে এবং (ভিন্ন আচরণ করা থেকে) বিরত থাকবে। এতেও যদি অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে কিতালের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে"। -[মুসলিম]

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জিহাদ না করে মারা গেলো, মনেমনে জিহাদের ইচ্ছাও ছিলো না, তাহলে সে নেফাকের অংশ নিয়ে মারা গেলো"। -মুসলিম

কুরআন-হাদিসে এ ধরণের আরো বিভিন্ন নস রয়েছে, যা মুসলমানদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদকে ফরজ সাব্যস্ত করে। উলামায়ে ইসলাম এ ব্যাপারে একমত যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসার আহ্বান করা, ইসলামের দাওয়াত দেয়া; আর যদি দাওয়াত কবুল না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা তা না হলে তাদের উপর কর আরূপ করা- একটি ফরজ দায়িত্ব, যা রহিত হবার নয়।

এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত চলে আসছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের উপর জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। সুতরাং মুসলমানদের একটি অংশ যদি তা আদায় করে তাহলে অন্যদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে যখন মুসলিম ভূখণ্ডে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে বসবে, তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন। মাহদাওয়ী ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ইমাম সাওরী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'জিহাদ একটি নফল ইবাদত'। আমার মতে এই উক্তিটি সেসময়ের প্রশ্নকারীর উত্তরে বলা হয়েছে যখন জিহাদের ফরজ দায়িত্ব অন্যদের দ্বারা আদায় হচ্ছে। তখন তাকে উত্তরে বলা হলো, 'এমুহুর্তে জিহাদ করা নফল'। -[তাফসীরে ইবনে আতিয়া:২/৪৩]

আক্রমাণাত্মক জিহাদ ফরজে কেফায়া হওয়ার ব্যাপারে যে আলোচনা করেছি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যখন যথেষ্ট পরিমাণ লোক তা পালন করবে তখন অবশিষ্টরা গোনাহমুক্ত হয়ে যাবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের বক্তব্য। কিছু কিছু সালাফে সালেহের মত হলো, আক্রমণাত্মক জিহাদ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের মতই ফরজে আইন। এটি কতক সাহাবি ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব রহ. এর বক্তব্য।

ইবনে হাজার রহ. বলেন,
قد فهم بعض الصحابة من الأمر في قول الله عز وجل (انفروا خفافا و ثقالا) العموم فلم يكونوا يتخلفون عن الغزو حتى ماتوا، منهم أبو أيوب الأنصاري و المقداد ابن الأسود وغيرهم ... رضي الله عنهم.
انفروا خفافا و ثقالا এ আয়াতের নির্দেশ থেকে কিছু সাহাবি ব্যাপক অর্থ বুঝেছেন। এ জন্য তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদ থেকে পেছনে থাকেননি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু আইয়ূব আনসারি, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. প্রমুখ"।' -[ফাতহুল বারী:৬/২৮]

তবে বাস্তব কথা হচ্ছে, জিহাদ ফরজে আইন। তা হয়তো অন্তর দিয়ে, যবান দিয়ে, মাল দিয়ে কিংবা হাত দিয়ে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উপর এ পদ্ধতিসমূহের যে কোনো পদ্ধতিতে জিহাদ করা ফরজ। নিজের জান দিয়ে জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। মাল দিয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে, সঠিক মত হলো ফরজ; কেননা কুরআনে কারিমে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার নির্দেশ একই রকম। আল্লাহ তাআলা বলেন,
انفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
"তোমরা বেরিয়ে পড়ো স্বল্প ও প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেরদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে"। -[সূরা তাওবা: ৪১]
জাহান্নাম থেকে মুক্তি, গোনাহের ক্ষমা এবং জান্নাতে প্রবেশ করার বিষয়কে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী,
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله و رسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
"মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিবো না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বোঝো। তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখেল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য"।
(সূরা সাফ: ১০-১২) – [যাদুল মাআদ:৩/৭২]

জিহাদ পরিত্যাগের শাস্তি

। কুরআনের বহু আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদ করার নির্দেশ এবং জিহাদকে অবহেলা করা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যদি মুসলিমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে অবহেলা করে এবং আরামের জীবনকে পছন্দ করে আর শুধুমাত্র এ দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, তাহলে তারা অপমান ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর ক্রোধ ও রাগের দিকে ধাবিত করবে এবং ইসলামকে কাফিরদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরাজিত হওয়ার দিকে ধাবিত করবে। তাই জিহাদকে অবহেলা করা একটি কবীরা গুনাহ।

আত-তাওবাহ ৯:২৪

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰي يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

বল, ‘যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় কর, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস (এসব) যদি তোমাদের নিকট প্রিয়তর হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা হতে, তাহলে অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন।’ আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা প্রিয়তম না হই।” মুসনাদে আহমাদে ও সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা ‘আয়ন'-এর ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ কবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, আর তা দূর হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।

.

ইবনে হাযার আল-যাওয়াজির কিতাবে বলেনঃ “৩৯০তম, ৩৯১তম ও ৩৯২তম কবীরা গুনাহ হচ্ছে জিহাদকে অবহেলা করা যখন তা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, যখন (কাফির) হানাদার বাহিনী কোন মুসলিম ভূখণ্ডে প্রবেশ করে অথবা যখন তারা কোন মুসলিমকে বন্দি করে এবং তাদের কবল থেকে তাঁকে উদ্ধার করার সম্ভাবনা থাকে এবং মানুষ সার্বিকভাবে জিহাদকে অবহেলা করে এবং যখন কোন অঞ্চলের মানুষ তাদের সীমানা জোরদার করতে অবহেলা করে, যার ফলে কাফিররা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে

তাই সাহাবাগণের মধ্যে এ বিষয়টি সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, জিহাদ যখন ফরজে আইন (ব্যক্তিগত পর্যায়ের ফরজ) হয়ে যায় তখন কোন ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে না, শুধুমাত্র সে-ই বিরত থাকে যে ব্যক্তি দূর্বল এবং উক্ত কারণে তাকে ক্ষমা করা হয় অথবা যে ব্যক্তি মুনাফিক। এ বিষয়টিই কা’ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যখন তিনি তাবুকের (যুদ্ধ) অভিযান থেকে পিছনে থেকে গিয়েছিলেনঃ “রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন লোকদের মাঝে বের হতাম, আমি তাদের মাঝে ঘুরাফেরা করতাম এবং এ বিষয়টি আমাকে খুবই ব্যথিত করতো যে, তখন মুনাফিক অথবা দূর্বল হওয়ার কারণে যাদেরকে আল্লাহ পিছনে থাকার অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না”। আল বুখারী কর্তৃক বর্ণিত, ৪০৬৬; মুসলিম, ৪৯৭৩।

এরূপ কাজের ফলাফল হিসেবে (শরীয়তের) দলিল-প্রমাণ আরো কিছু শাস্তির বিষয় বর্ণনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপঃ

জিহাদের প্রতি অবহেলা মানুষকে এই দুনিয়াতে এবং আখিরাতে দূর্ভাগ্যের দিকে পরিচালিত করে। দুনিয়াতে এই ভীরু কাপুরুষ অপমান ও বন্দিত্বের শিকার হয়। সে নেতা হতে পারে না, বরং সে হয় একজন অনুসারী। আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি পাওয়ার একটি কারণ হবে জিহাদের প্রতি অবহেলা করা।

আল্লাহ বলেনঃ আত-তাওবাহ ৯:৩৯

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ۗ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তোমরা যদি যুদ্ধাভিযানে বের না হও, তাহলে তোমাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে, আর তোমাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায়কে আনা হবে (অথচ) তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বহু দূরের সফর তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্যে সাহাবীদেরকে এমন সময়ে নির্দেশ দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিল। কিছু লোক রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হচ্ছে-যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হচ্ছে তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকছে। কেন? তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে ভুলে বসেছো? জেনে রেখো যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় তর্জনীর দিকে ইশারা করে বলেনঃ "এ অঙ্গুলিটি কেউ সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি উঠবে, ঐ পানিটুকু সমুদ্রের তুলনায় যেমন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও তেমন। (এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) তার মুসনাদ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার উপর ভীতি প্রদর্শন করে বলছেন-যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্যে) বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। একটি গোত্রকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদের জন্যে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।

আল্লাহ পাক বলেন-"তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন। অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে ওঠো না যে, তোমরাই তো রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যকারী। জেনে রেখো যে, তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহায্যকারীরূপে না থাকো তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মত হবে না। তোমরা আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এটা মনে করো না যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবে না। আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করতে পারেন।

জিহাদে অবহেলা করা অপমান ও বঞ্চনার একটি কারণ। আবু দাউদ (৩৪৬২) কর্তৃক বর্ণিত, ইবনে উমার বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যখন তোমরা ঈনা লেনদেনে (লেনদেনের একটি পদ্ধতি যাতে রিবা বা সুদের নিষেধাজ্ঞাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়) জড়িত হবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে (যখন কিনা জিহাদ করা ফরজ) এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন যা দূর করা হবে না

যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো, আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন যা দূর করা হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো, আল্লাহ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দিবেন যা দূর করা হবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসো"। সহীহ আবু দাউদ কিতাবে আলবানী সহীহ বলেছেন।

মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য-

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ

"তারা পিছিয়ে থাকা লোকদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করেছে।"

— সূরা আত-তাওবাহ, ৯:৮৭

তাবূকের অভিযানের সময় যারা বিনা ওজরে পিছিয়ে ছিল, আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে অযৌক্তিকভাবে পিছিয়ে থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া-

আল্লাহ তাআলা বলেন: إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ সুদৃঢ় রাখবেন।"

— সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:৭

আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য থেকে দূরে সরে গেলে তাঁর বিশেষ সাহায্য ও বরকত থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়।

অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া-

জিহাদ আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। জিহাদ পরিত্যাগ করলে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার মোহ বৃদ্ধি পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন বিভিন্ন জাতি তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে..."

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হব?"

তিনি বললেন:

"না, বরং তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' প্রবেশ করবে।"

জিজ্ঞেস করা হলো, "ওয়াহন কী?"

তিনি বললেন:
“দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।”
— সুনান আবূ দাউদ

শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া-

মুসলিম জাতি যখন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে না, তখন শত্রুরা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। ইতিহাসে আন্দালুস, বাগদাদসহ বহু অঞ্চলে মুসলমানদের দুর্বলতা ও বিভক্তির ফলে শত্রুরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

আখিরাতে জবাবদিহি-

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ
“তাদের থামাও, নিশ্চয়ই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”
— সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:২৪

আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। যে দায়িত্ব তার ওপর ফরয ছিল, সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

উম্মাহর দুর্বলতা ও বিভক্তি-

জিহাদের প্রকৃত চেতনা মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য, আত্মত্যাগ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। এটি পরিত্যাগ করলে বিভক্তি, স্বার্থপরতা এবং পারস্পরিক বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে উম্মাহ শক্তি হারায়।

বরকত ও সম্মান হারিয়ে ফেলা-

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে সম্মান দান করেছেন তাঁর দ্বীনকে ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করার কারণে। যখন মুসলমানরা সেই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের সম্মান ও নেতৃত্বও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন:

“যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ পালন করবে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অমান্য করবে, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য বলেছেন, কারণ আজকের দিনে মুসলিমদের অবস্থার দিকে যে ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করবে সে দেখতে পাবে যে, তারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে খুবই উদাসীন হয়ে পড়েছে। তারা সুদ গ্রহণ করছে এবং তারা এই দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে অবহেলা করছে। আর এর ফলাফল কি? আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত

করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমে তারা অপমানিত ও নিচু হয়েছে। তারা তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর তারা অনুধাবন করতে পারছে না যে, এই অপমান তাদের উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে না যতক্ষণ না তারা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে যায়, যেমনটি সত্যবাদী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।

উপসংহার

সাহাবায়ে কেরামের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা জিহাদকে কেবল যুদ্ধের ময়দানে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং ইবাদত, ত্যাগ, দাওয়াহ, শিক্ষা, চরিত্রগঠন এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে জিহাদের চেতনা বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁদের জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বকালের আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কুরআন ও হাদিসে যখন জিহাদের ফযিলত, শহীদত্ব, যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ইত্যাদির আলোচনা আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রে জিহাদ দ্বারা বিশেষভাবে সশস্ত্র জিহাদ বোঝানো হয়েছে। এজন্য আলেমগণ বলেন, জিহাদ শব্দের অর্থ ব্যাপক হলেও এর সর্বোচ্চ ও বিশেষ রূপ হলো বৈধ সশস্ত্র জিহাদ।

ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যুম রহ: এবং অন্যান্য আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ জিহাদের বিভিন্ন স্তর ও প্রকারের আলোচনা করেছেন, যেখানে নফস, শয়তান, দাওয়াহ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম—সবই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য শরিয়তসম্মত সকল প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। তবে যুদ্ধ (কিতাল) জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, জিহাদ আল্লাহ তায়ালার একটি ফরয বিধান এবং ইসলামের সৌন্দর্য, ন্যায়বিচার ও আত্মত্যাগের এক মহান শিক্ষা। এর সঠিক উপলব্ধি ও বাস্তবায়ন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই মুসলিমদের উচিত শরিয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদের সঠিক মর্ম অনুধাবন করার এবং তাঁর দ্বীনের খেদমতে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

🕮 কুরআনুল কারীম

সূরা আল-বাকারা: ১৪৩, ১৯০, ২১৬

সূরা আলে ইমরান: ১৯৫, ২০০

সূরা আন-নিসা: ৭৫, ৯৫

সূরা আল-আনফাল: ৩৯, ৬০

সূরা আত-তাওবা: ২৪, ৩৯, ৪১, ৮৭

সূরা আল-ফাতহ: ২৯

সূরা মুহাম্মাদ: ৭

সূরা আল-ফুরকান: ৫২

সূরা আস-সাফ: ১০–১২

সূরা আস-সাফফাত: ২৪

সূরা আল-ইসরা: ৩৪

সূরা আল-ইনসান: ৮

🗐 সহীহ হাদীস সংকলন

□ সহীহ বুখারী

কিতাবুল ঈমান

কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার

হাদীস: “أمرت أن أقاتل الناس...”

হাদীস: নারী ও শিশু হত্যা নিষেধ

হাদীস: “الإمام جنة...” (ইমাম ঢালস্বরূপ)

□ সহীহ মুসলিম

কিতাবুল ঈমান

কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার

হাদীস:কিতাল সংক্রান্ত হাদীস (দাওয়াত, জিযিয়া, নীতিমালা)

□ সুনানে আবু দাউদ

কিতাবুল জিহাদ

হাদীস: (জিহাদ ত্যাগের শাস্তি সম্পর্কিত)

হাদীস: (দুনিয়ার ভালোবাসা ও মৃত্যুভয়)

 মুসনাদে আহমাদ

“المجاهد من جاهد نفسه...” (নফসের জিহাদ সম্পর্কিত হাদীস)

▧ ফিকহ, তাফসীর ও উসূল গ্রন্থ

ইমাম নববী (রহ.), রাওদাতুত ত্বালিবীন

ইমাম কাসানী (রহ.), বাদায়িউস সানায়ি ফি তারতীবিশ শারায়ি

ইবন হাজার আসকালানী (রহ.), ফাতহুল বারী (৬/২৮)

ইবন কুদামা (রহ.), আল-মুগনি

ইবন তাইমিয়া (রহ.), মাজমূউল ফাতাওয়া

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.), যাদুল মাআদ (৩/৭২)

সমকালীন ও আধুনিক রেফারেন্স

ইউসুফ আল-কারযাভী, Fiqh al-Jihad (فقه الجهاد)

সমকালীন ফিকহ একাডেমি (OIC Fiqh Academy) সিদ্ধান্তসমূহ

আধুনিক ইসলামি গবেষণা ও ফতোয়া সংকলন (দেওবন্দী ও আরব আলেমগণের সমকালীন ফাতাওয়া)

.